



348830 - □□□□□□যে ব্যক্তি নিজের পতিমাতার অবাধ্য হওয়া ও তাঁদের বদদোয়ার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তার কী হিদোয়ত পাওয়া সম্ভব?

প্রশ্ন

আমরা কী সন্তানদের উপর পতিমাতার বদদোয়াকে প্রতিহত করতে পারব? এক যুবক মসজিদে নামায আদায়ে নিয়মিতি ছিল; এমনকি ফজরে নামাযও। নিয়মিতি কুরআন তলোওয়াতকারী ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় সে তার পতিমাতাকে রাগান্বিত করল। তখন তারা তাকে লানত দিয়ে বদদোয়া করলেন যে, তার উপর আল্লাহর লানত। এরপর যুবকটি পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। এমনকি নামায ছেড়ে দিল। আল্লাহর যিকিরি পছন্দ করে না। এভাবে তার পতিকে আবারও রাগাল। তিনি তার উপর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার লানত দিয়ে বদদোয়া করলেন। যদিও পতির উদ্দেশ্যে বদদোয়া করা নয়। কিন্তু তীব্র রাগ থেকে তিনি লানত দিয়ে দোয়া করছেন। কারণ পতি এইভাবে দোয়া করতে অভ্যস্ত। আমরা কী কোন নকে আমলের মাধ্যমে এই দোয়াকে প্রতিহত করতে পারব? উল্লেখ্য, এই যুবকটি পূর্ণ চরিত্রের যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিল। এখন এমন হয়েছে যে, তার মধ্যে ভালো কিছু নেই। এমনকি তার ব্যাপারে কুফরের আশংকা হচ্ছে। কেননা এখন ইসলামের নাম গন্ধও তার মাঝে নেই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যতদনি মানুষের হায়াত আছে ততদনি তাওবার দরজা উন্মুক্ত; যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিমি দিক থেকে সূর্যোদয় হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি পশ্চিমি দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।” [সহিহ মুসলিম (২৭০৩)]

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর গড়গড় শব্দ শুরু না হয়” [সুনায়ে তরিমযি (৩৫৩৭)]

আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার গুনাহ থেকে তাওবা কবুল করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তিনি বলেন: বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজের প্রতীতি পরিচালনা করে আল্লাহর

অনুগ্রহ হতে নরাশ হয়ো না; নশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গনোহ ক্ষমা করে দবনে। নশ্চয় তনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণতি, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তনি বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ্ রাত্রে বেলো তাঁর হাতকে প্রসারতি করে দনে যাতে করে দনিরে বেলোয় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারনে এবং দনিরে বেলো তাঁর হাতকে প্রসারতি করে দনে যাতে করে রাত্রে বেলোয় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারনে। [সহহি মুসলমি (২৭৫৯)]

তাই কোন বান্দার তাওবার ব্যাপারে নরাশ হওয়া জায়যে নয়। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “নশ্চয় কাফরেরো ব্যতীত আল্লাহ্ রহমত থেকে কটে নরাশ হয় না। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭] তনি আরও বলেন: “তনি বলেন: পথভ্রষ্টরা ব্যতীত কটে তার প্রভুর অনুগ্রহ থেকে নরাশ হয় না। [সূরা হজির, আয়াত: ৫৬]

তাই আল্লাহ্ রহমত থেকে নরাশ হওয়া কবরি গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

ফাযালা বনি উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তনি বলেন: “তনি ব্যক্তি সম্প্রকে জিজ্ঞেসে করো না: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ চাদর নিয়ে টানাটানকিরে; কেননা আল্লাহ্ চাদর হচ্চে তাঁর অহংকার এবং তাঁর লুঙ্গি হচ্চে তাঁর মহত্ব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ নরিদশেরে ব্যাপারে সন্দেহে পোষণ করে। আর হচ্চে আল্লাহ্ রহমত থেকে নরাশ হওয়া। [মুসনাদে আহমাদ (৩৯/৩৬৮), মুসনাদরে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহহি বলছেন। আলবানী ‘সলিসলিতুল আহাদছিস সাহহি’ গ্রন্থে (২/৮১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: সর্ব্বাধিক বড় কবরি গুনাহ হলো: “আল্লাহ্ সাথে শরিক করা। আল্লাহ্ পাকড়াও থেকে নজিকে নরিপদ ভাবা, আল্লাহ্ রহমত থেকে হতাশ হওয়া এবং তাঁর দয়া থেকে নরাশ হওয়া। [আল-মুজামুল কাবীর (৯/১৭১), আলবানী ‘সলিসলিতুল আহাদছিস সাহহি’ গ্রন্থে (৫/৭৯) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

তাই আপনাদের জন্ম ভালো হয় এই ব্যক্তিকে তাওবার দিকে আহ্বান করা, তাকে নসহিত করার সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং দোয়ার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করা।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের রব বলছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি। [সূরা গাফরি, আয়াত: ৬০] তনি আরও বলেন: “তোমরা আল্লাহ্ কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব্ববশিযে জ্ঞানী। [সূরা নসি, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদদোয়ার কারণে কোন বান্দার উপর পথভ্রষ্টতা নরিধারণ করেন (তাকদীর করেন), আবার দোয়ার কারণে সেই তাকদীর উঠিয়ে নেন।



এই যুবকের পাশে যে ব্যক্তি রিয়ছে তার কর্তব্য হলো: ক্রমলতা দিয়ে তাকে হদায়তেরে দকি ফরিরে আসার আহ্বান করা। তাকে নসহিত করার জন্য যথোপযুক্ত উপকরণগুলো তালার করা; যমেন- উত্তম কথা, নকে সঙ্গিয়ারা তাকে ভালো কাজে সহযোগিতা করবে এবং ভালো কাজেরে কথা স্মরণ করিয়ে দবি, কুরআনে কারীমেরে কিছু আয়াতেরে তলোওয়াত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে এমন কিছু হাদিস যা তাকে আল্লাহর দকি ফরিরে আসার ও তাওবা করার প্রতিপ্রেরণা জাগাবে।

এরপর তার পতিমাতাকেও উপদশে দয়ো। এই ব্যাপারে সাবধান করা যে, শরয়িত যে কোন মুম্নিকে লানত করার ব্যাপারে নষিধে করছে। কোন মুম্নি লানতকারী হবে না। অপবাদ আরোপকারী হবে না। কোন মুম্নিকে লানত করা তাকে হত্যা করার তুল্য; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে।

যহেতু কোন মুম্নি গুনাহগার হওয়া সত্ত্ববেও তাকে লানত করা কবরি গুনাহ তাই সুনরিদ্ষিটভাবে কোন মুম্নিকে লানত করা বধৈ নয়। সুতরাং সহৈ সুনরিদ্ষিট ব্যক্তিটি যদি লানতকারীর সন্তান হয় তাহলে বষিয়টি কিত গুরুতর হতে পারে?!

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।